নবিজি দেখতে যেমন ছিলেন

মূল
ইমাম ইবনু কাসির রহ.

অনুবাদ
ইলিয়াস খান

প্রুফ
মোহাম্মদ আল আমিন

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
[পথ পিপাসুদের পাথেয়]

নবিজি দেখতে যেমন ছিলেন
ইমাম ইবনু কাসির রহ.

প্রকাশক : মো. ইসমাইল হোসেন

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
পথিক প্রকাশন
১১ ইসলামি টাওয়ার, ৩য় তলা, দোকান নং ৩৯, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল: ০১৯৭৩-১৭৫৭১৭, ০১৮৫১-৩১৫৩৯০
www.facebook.com/pothikprokashon
Email: pothikshop@gmail.com

প্রথম প্রকাশ : জুন ২০২২ ইং

প্রচ্ছদ : সিদ্দিক মামুন

২১শে বইমেলা পরিবেশক : প্রিতম প্রকাশ

অনলাইন পরিবেশক
rokomari.com
wafilife.com
pothikshop.com
islamicboighor.com
Bookriver.com.bd
ruhamashop.com
raiyaanshop.com

মূল্য : ৩০০/-

জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণিমা রাতে লাল ডোরাকাটা জোড়া কাপড়ে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর দিকে ও চাঁদের দিকে বারবার দেখছিলাম; আমার নয়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন।'

وَأَحسَنُ مِنكَ لَم تَرَ قَطُّ عَيني
وَأَجمَلُ مِنكَ لَم تَلِدِ النِساءُ
خُلِقتَ مُبَرَّءً مِن كُلِّ عَيب
كَأَنَّكَ قَد خُلِقتَ كَما تَشاءُ

'তোমার চেয়ে সুন্দরতম কিছু দেখেনি মোর নয়ন
তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠতম কোনো মাতা দেয়নি জনম
সকল ত্রুটি মুক্ত রেখে করা হয়েছে তোমায় সৃজন
যেমন তুমি চেয়েছিলে সৃষ্ট তুমি তেমন।'

- হাসসান ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহু

লেখক পরিচিতি

নাম ও বংশ পরিচয়

আল-ইমাম আল-হাফিজ আবুল-ফিদা ইমামুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু উমার ইবনু কাসির ইবনু দও ইবনু কাসির আল-কুরাশী আল-বাসরী আদ-দিমাশকী আশ-শাফিঈ। তবে তিনি ইবনু কাসির নামেই প্রসিদ্ধ।

জন্মস্থান

ইমাম ইবনু কাসির রহ. সিরিয়ার প্রসিদ্ধ শহর বাসরার মাজদাল নামক গ্রামে ৭০১ হিজরিতে জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে তাঁর পিতা শিহাবুদ্দীন উমার সেই অঞ্চলের খতিব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যখন ইবনু কাসির রহ.-এর বয়স চার বছর তখন তাঁর পিতা ইন্তিকাল করেন। পিতার ইন্তিকালের পর তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর ভাই শাইখ আব্দুল ওয়াহ্হাব তার প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর তাঁর ভাই তাকে নিয়ে স্বপরিবারে দামেস্কে চলে যান।

শিক্ষা-দীক্ষা

তাঁর বড় ভাই আব্দুল ওয়াহ্হাব থেকে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেন। মাত্র ১০ বছর বয়সে কুরআনুল কারিমের হিফয সমাপ্ত করেন। এরপর তৎকালীন বিজ্ঞজনদের থেকে উলুমে শরিয়াহসহ বিভিন্ন শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন।

তাঁর উস্তাদ

তিনি জগদ্বিখ্যাত অসংখ্য মনীষী থেকে ইলম অর্জন করেছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া, হাফিয জামালুদ্দিন মিযযী, বাহাউদ্দীন ইবনু কাসিম ইবনু মুজাফফর ইবনু আসাকির,কাসিম ইবনু মুহাম্মাদ বিরযালি, ঈসা ইবনু মুতইম, হাফিয শামসুদ্দিন যাহাবি রহ.।

তাঁর সম্পর্কে বিজ্ঞজনদের অভিমত

ইমাম দাউদি বলেন, আমরা যাদেরকে পেয়েছি তাদের মধ্যে ইবনু কাসির রহ. ছিলেন হাদিস হিফযের ক্ষেত্রে সর্বাধিক অগ্রগামী।

শাইখ ইবনুল ইমাদ হাম্বলি বলেন, তিনি ছিলেন হাফিযুল কাবীর।

হাফিয যাহাবি বলেন, তিনি ছিলেন বিজ্ঞ ফকিহ, বিজ্ঞ মুহাদ্দিস, বিজ্ঞ মুফাসসির, রিজাল শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী। হাদিসের মতন সম্পর্কেও তাঁর পারদর্শিতা ছিল উল্লেখযোগ্য।

তাঁর রচনাবলী

তিনি হাদিস, ফিকাহ, তাফসির, ইতিহাসসহ বিভিন্ন বিষয়ে বহু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে কয়েকটি উল্লেখ করা হল—আল-বিদায়া ওয়ান-নিহায়া, তাফসিরুল কুরআনিল আযিম যেটা তাফসিরে ইবনে কাসির নামে প্রসিদ্ধ, আত-তাকমিল ফি মা'রিফাতিত সিকাতা ওয়ায যু'আফা ওয়াল মাজাহিল, তবাকাতুশ শাফিঈয়্যাহ, আস-সিরাতুন নবাবিয়্যাহ, শরহু সহিহুল বুখারি ইত্যাদি।

তাঁর মৃত্যু

ইবনু কাসির রহ. বৃহস্পতিবার ২৬ শাবান ৭৭৪ হিজরি সনে দামেস্কে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ী ইবনু তাইমিয়া রহ.-এর কবরের কাছে তাকে দাফন করা হয়।

অনুবাদকের কথা

নবিজি! প্রিয় নবিজি! আমরা আপনাকে ভালোবাসি! সত্যিই ভালোবাসি! আপনাকে এক নজর দেখতে চাই! আপনার দিদার আমাদের নিকট সবকিছুর চেয়ে প্রিয়। হে রাসুলে আরাবি! আল্লাহ তাআলা আপনাকে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়েছেন, এবং আপনাকে সবচেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, পূর্ণিমার চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর করে। আপনার প্রিয় সাহাবি আবু হুরাইরা রদিয়াল্লাহু আনহু বলেছেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেয়ে অধিক সুন্দর কোনো কিছু দেখিনি।'

আপনার আরেকজন সঙ্গী বলেছেন, 'আমার নয়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের চেয়েও অধিক সুন্দর ছিলেন।'

আমাদের অন্তর আপনাকে দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে আছে, সত্যিই ব্যাকুল হয়ে আছে! আপনি আপনার দিদারে আমাদেরকে ধন্য করুন। আপনার রওজা মুবারকে আমাদেরকে আমন্ত্রণ করুন! আমরা আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আপনাকে সালাম দিব এবং আপনার উপর দুরুদ পড়ব।

নবিজির সৌন্দর্য বর্ণনা করা কারো পক্ষে সম্ভব ছিলো না, তাই প্রত্যেকেই তার সাধ্যের সবটুকু দিয়ে তাঁর সৌন্দর্যের কিঞ্চিৎ বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন।

শামাইল বিষয়ে রচিত কিতাবগুলোতে নবিজির বাহ্যিক আকৃতি, দৈহিক গঠন, তাঁর স্বভাব, উত্তম চরিত্র ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। 'শামাইলুর রাসুল' কিতাবটি এ বিষয়েই সংকলিত। এর-ই অনূদিত রূপ হল—'নবিজি দেখতে যেমন ছিলেন'।

আল্লামা ইবনু কাসির রাহিমাহুল্লাহ কিতাবটিকে প্রধানত দুটো ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম ভাগ 'শামাইলুর রাসুল' সম্পর্কে এবং দ্বিতীয় ভাগ 'দালাইলুন নবুওয়াহ' সম্পর্কে। আমরা শুধু প্রথম ভাগের অনুবাদ করেছি।

অনুবাদে যেসব বিষয় লক্ষ্য রাখা হয়েছে—

১. সর্বস্তরের পাঠকগণের বুঝার সুবিধার্থে সহজ ও সাবলীল ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে।

২. বইটির শুরুতেই একটি হাদিস এবং হাসসান ইবনু সাবিত রাদিয়াল্লাহু আনহুর একটি কবিতা উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠক তা দেখা মাত্রই বুঝতে সক্ষম হবেন যে, বইটি কোন বিষয়ে রচিত।

৩. তাকরারের কারণে অনেক হাদিসের অনুবাদ ছেড়ে রাখা হয়েছে।

৪. প্রত্যেক শিরোনাম থেকে সাধারণত সেসব হাদিস নেয়া হয়েছে যেগুলো উক্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ নির্দেশ করে।

৫. যেসব আলোচনা আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত নয়; অন্য কোনো প্রসঙ্গে লেখক রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, সেগুলোও পরিহার করা হয়েছে।

৬. হাদিস শাস্ত্রের বিজ্ঞজনদের নিকট যেসব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়, সেগুলোও পরিত্যাগ করা হয়েছে।

৭. 'মাকতাবায়ে শামেলা' এবং 'জামিউ কুতুবিত তিসআ' থেকে রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে।

৮. হাদিসের মান উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. হারাকাতসহ হাদিসের আরবিপাঠ উল্লেখ করা হয়েছে।

১০. কোনো কোনো জায়গায় শিরোনাম যুক্ত করা হয়েছে।

বইটি সুন্দর থেকে সুন্দরতর করে এবং নিখুঁত ও সমাদৃত করে পাঠকের হাতে তুলে দেয়ার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছি। তারপরও প্রিয় পাঠকের নজরে কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবগত করবেন। আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব এবং পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নিবো ইন শা আল্লাহ।

প্রিয় পাঠক! এবার আপনার পালা। 'নবিজি দেখতে যেমন ছিলেন' বারিধারা থেকে তৃষ্ণার্ত হৃদয়ের আকুতি কিছুটা নিবারণ করুন।

ইলিয়াস খান
ছোট পাইটি, ডেমরা, ঢাকা।
৩০-৩-২০২২ ইং

সূচিপত্র

তাঁর দৈহিক গঠন ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে...................................... ১১
নবিজির বাহ্যিক সৌন্দর্য ১১
নবিজির গায়ের রঙ ১৫
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার ও এর সৌন্দর্য..১৮
নবিজির চুল মোবারক...২৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঁধ, বাহু, বগল, পা ও টাখনু সম্পর্কে ৩২
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাঠামো ও শরীরের ঘ্রাণ ৩৪
মোহরে নবুওয়াত সম্পর্কে ৪০
নবিজির সিফাত সম্পর্কে আরও কিছু হাদিস ৪৩
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে উম্মু মাবাদের ঐতিহাসিক অতুলনীয় বর্ণনা...৪৪
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুণ সম্পর্কে হিন্দ ইবনু আবু হালার বর্ণনা ৪৬
নবিজির মহৎ চরিত্র সম্পর্কে ৫৬
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদারতা ও দানশীলতা...৭৬
নবিজির বিনয় ও নম্রতা ৭৯
নবিজির হাসি-কৌতুক ৮৪
প্রিয়তমার সাথে কৌতুক করা নবিজির আদর্শ........................... ৮৫

নবিজির রসিকতা.. ৯০
নবিজির দুনিয়ার প্রতি অনীহা এবং আখিরাতের প্রতি অনুরাগ......... ৯১
নবিজির নম্রতা ১১৪
নবিজির ইবাদত এবং এর জন্য মুজাহাদা................................ ১১৯
রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বীরত্ব..................... ১২৬
পূর্ববর্তী নবিগণের কিতাবসমূহে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি
ওয়াসাল্লামের যেসব গুণাবলি উল্লেখ করা হয়েছে সে সম্পর্কে.........১২৭

তাঁর দৈহিক গঠন ও উত্তম চরিত্র সম্পর্কে

অতীতে ও বর্তমানে শামায়েল সম্পর্কে অনেকেই অনেক কিতাব লিখেছেন। কেউ পৃথকভাবে, আবার কেউ অন্য বিষয়ের সাথে সংযুক্ত করে। এ বিষয়ে সবচেয়ে সুন্দর ও সর্বাধিক উপকারী হলো ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু-এর প্রসিদ্ধ কিতাব শামাইলু মুহাম্মাদিয়্যাহ। ইমাম তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহু থেকে আমাদের এই কিতাবের মুত্তাসিল সনদ রয়েছে।

আমরা এই কিতাবটিতে শামাইলুত তিরমিজির মূল অংশগুলো উল্লেখ করব এবং এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বৃদ্ধি করব যা মুহাদ্দিস ও ফকিহগণের জন্য অত্যন্ত জরুরি।

প্রথমে আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাহ্যিক সৌন্দর্যের আলোচনা শুরু করছি।

নবিজির বাহ্যিক সৌন্দর্য

[১] আবু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا، وَأَحْسَنَهُ خُلُقًا، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْبَائِنِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বাপেক্ষা সুন্দর ছিলেন এবং সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না আবার বেঁটেও ছিলেন না।’[১]

[২] বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَهُ شَعَرٌ يَبْلُغُ شَحْمَةَ أُذُنِهِ، رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ لَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ. قَالَ يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ : إِلَى مَنْكِبَيْهِ.

---

[১] হাদিস: সহিহ। সহিহুল বুখারি: ৩৫৪৯; সহিহুল মুসলিম: ২৩৩৭ (৯৩)।

‘নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন। উভয় কাঁধের মাঝখান প্রশস্ত ছিল। তাঁর মাথার চুল কানের লতি বরাবর ছিল। আমি তাঁকে লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদরে দেখেছি। আমি কখনো তাঁর চেয়ে সুন্দর কোনো কিছু দেখিনি।’[২]

[৩] বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন,

مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، شَعْرُهُ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ، بَعِيدَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ.

‘লাল ডোরাকাটা জোড়া চাদরে লম্বা কেশধারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর কাউকে আমি দেখিনি। তাঁর চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা ছিল, উভয় কাঁধের মধ্যস্থল প্রশস্ত ছিল, তিনি অধিক লম্বাও ছিলেন না, আবার বেঁটেও ছিলেন না।’[৩]

[৪] আবু ইসহাক রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, বারা ইবনুল আজিব রাদিয়াল্লাহু আনহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো,

أَكَانَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ السَّيْفِ؟ قَالَ : لَا، بَلْ مِثْلَ الْقَمَرِ.

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা কি তরবারির মতো ছিল? তিনি বললেন, ‘না, বরং চন্দ্রের মতো ছিল।’[৪]

[৫] জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ شَمِطَ مُقَدَّمُ رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ، وَكَانَ إِذَا ادَّهَنَ لَمْ يَتَبَيَّنْ، وَإِذَا شَعِثَ رَأْسُهُ تَبَيَّنَ، وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللِّحْيَةِ. فَقَالَ رَجُلٌ : وَجْهُهُ مِثْلُ السَّيْفِ؟ قَالَ : لَا، بَلْ كَانَ مِثْلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ، وَكَانَ مُسْتَدِيرًا، وَرَأَيْتُ الْخَاتَمَ عِنْدَ كَتِفِهِ مِثْلَ بَيْضَةِ الْحَمَامَةِ، يُشْبِهُ جَسَدَهُ.

---

[২] হাদিস: সহিহ। সহিহুল বুখারি: ৩৫৫১; সহিহুল মুসলিম: ২৩৩৭ (৯১)।

[৩] হাদিস: সহিহ। সহিহুল মুসলিম: ২৩৭৭ (৯২); মুসনাদু আহমদ: ১৮৫৫৮; সুনানুত তিরমিজি: ১৭২৪।

[৪] হাদিস: সহিহ। সহিহুল বুখারি: ৩৫৫২।

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথার চুল ও দাড়ির অগ্রভাগ সাদা হয়ে পড়েছিল। যখন তেল দিতেন এবং চুল আঁচড়াতেন তখন শুভ্রতা প্রকাশ পেত না, আর যখন চুলগুলো অগোছালো থাকত তখন শুভ্রতা প্রকাশ পেত। তাঁর চুল ও দাড়ি ঘন ছিল।

কেউ জিজ্ঞাসা করল, তাঁর চেহারা কি তরবারির ন্যায় ছিল? তিনি বললেন, না, তাঁর চেহারা চন্দ্র ও সূর্যের ন্যায় গোলাকার ছিল। তিনি বলেন, 'আমি তাঁর কাঁধে কবুতরের ডিম সদৃশ মোহরে নবুওয়াত দেখেছি, যেটা তাঁর গায়ের রঙের মতো ছিল।'[৫]

[৬] জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي لَيْلَةٍ إِضْحِيَانٍ ، فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِلَى الْقَمَرِ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ، فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ.

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পূর্ণিমা রাতে লাল ডোরাকাটা কাপড়ে দেখতে পেলাম। আমি তাঁর দিকে ও চাঁদের দিকে বারবার দেখছিলাম; আমার নয়নে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চাঁদের চেয়ে অধিক সুন্দর ছিলেন।'[৬]

[৭] কাব ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুশি হতেন, তাঁর চেহারা এমন উজ্জ্বল হতো যেন তা চাঁদের টুকরো।'[৭]

---

[৫] হাদিস: সহিহ। সহিহুল মুসলিম: ২৩৪৪ (১০৯); মুসনাদু আহমদ: ২০৯৯৮।
[৬] সনদ: জইফ। সুনানুত তিরমিজি: ২৮১১; সুনানুদ দারিমি: ৫৮।
[৭] হাদিস: সহিহ। সহিহুল বুখারি: ৩৫৫৬; সহিহুল মুসলিম: ২৭৬৯ (৫৩); মুসনাদু আহমদ: ১৫৭৮৯।

[৮] আবু ইসহাক হামদানি রাহিমাহুল্লাহু তার গোত্রের এক মহিলা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন,

حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ عَلَى بَعِيرٍ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ بِيَدِهِ مِحْجَنٌ، عَلَيْهِ بُرْدَانِ أَحْمَرَانِ، إِذَا مَرَّ بِالْحَجَرِ اسْتَلَمَهُ بِطَرَفِ الْمِحْجَنِ، ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيْهِ فَقَبَّلَهُ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: فَقُلْتُ لَهَا شَبِّهِيهِ، قَالَتْ: الْقَمَرُ لَيْلَةَ الْبَدْرِ، فَمَا رَأَيْتُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ مِثْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ করেছি। তাকে তাঁর উটে চড়ে বাইতুল্লাহর তাওয়াফ করতে দেখেছি। তাঁর হাতে মাথাবাঁকা লাঠি ছিল এবং তাঁর গায়ে দুটো লাল চাদর ছিল। যখন তিনি হাজরে আসওয়াদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন লাঠি দ্বারা তা স্পর্শ করছিলেন এবং লাঠিটি তাঁর দিকে উঠিয়ে চুমু খাচ্ছিলেন।'

আবু ইসহাক বলেন, আমি তাকে বললাম, নবিজির সাদৃশ্য বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, 'তিনি পূর্ণিমার চাঁদের ন্যায়; আগে পরে আমি তাঁর মতো কাউকে দেখিনি।'[৮]

[৯] আবু উবাইদা ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহু বলেন, আমি রুবাই বিনতু মুআওবিজ রাদিয়াল্লাহু আনহাকে বললাম, আমাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গঠন সম্পর্কে বর্ণনা করুন। তিনি বললেন,

لَوْ رَأَيْتَهُ لَقُلْتَ: الشَّمْسُ طَالِعَةٌ.

'হে প্রিয় বৎস! যদি তুমি তাঁকে দেখতে, তাহলে মনে করতে সূর্য উদিত হচ্ছে।'[৯]

[১০] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا، تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِهِ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আনন্দিত হয়ে আমার নিকট এলেন, সে সময় তাঁর চেহারার রেখাগুলো চমকাচ্ছিল।'[১০]

---

[৮] হাদিস: জইফ। আখবারু মক্কা: ৪৬৬।
[৯] ফাওয়াইদু আবু মুহাম্মাদ আল-ফাকিহি: ২৫৯; মাজমাউজ জাওয়ায়েদ: ১৪০৩৪।
[১০] হাদিস: সহিহ। সহিহুল বুখারি: ৩৫৫৫; সহিহুল মুসলিম: ১৪৫৯ (৩৮)।

নবিজির গায়ের রঙ

[১১] রাবিআ ইবনু আবি আব্দির রহমান রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবিজির দৈহিক গঠন এভাবে বর্ণনা করতে শুনেছি,

كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ، لَيْسَ بِالطَّوِيلِ وَلَا بِالْقَصِيرِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، لَيْسَ بِأَبْيَضَ أَمْهَقَ وَلَا آدَمَ، لَيْسَ بِجَعْدٍ قَطَطٍ وَلَا سَبْطٍ رَجِلٍ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ، فَلَبِثَ بِمَكَّةَ عَشْرَ سِنِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ، وَبِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ، وَلَيْسَ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ عِشْرُونَ شَعَرَةً بَيْضَاءَ. قَالَ رَبِيعَةُ: فَرَأَيْتُ شَعَرًا مِنْ شَعَرِهِ فَإِذَا هُوَ أَحْمَرُ، فَسَأَلْتُ فَقِيلَ : احْمَرَّ مِنَ الطِّيبِ.

'তিনি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মধ্যম গড়নের ছিলেন; বেশি লম্বাও ছিলেন না, আবার খাটোও ছিলেন না। তিনি ছিলেন উজ্জ্বল বর্ণের মানুষ। ধবধবে সাদাও ছিলেন না এবং তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তাঁর চুল কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না। চল্লিশ বছর বয়সে তাঁর ওপর ওহি নাজিল শুরু হয়। দশ বছর মক্কায় এবং দশ বছর মদিনায় কাটান। তাঁর মাথার চুল ও দাড়িতে বিশটা চুলও সাদা ছিল না।'

রাবিআ বলেন, আমি নবিজির একটি চুল দেখেছি, যেটা লাল রঙের ছিল। আমি জিজ্ঞাসা করলে বলা হলো, সুগন্ধি লাগানোর জন্য লাল হয়েছে।[১১]

[১২] আনাস ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَسْمَرَ اللَّوْنِ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গায়ের রং বাদামি ছিল।'[১২]

[১১] হাদিস: সহিহ। বুখারি: ৩৫৪৭।
[১২] হাদিস: সহিহ। সুনানুত তিরমিজি: ১৭৫৪।

[১৩] আবু তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : نَعَمْ، كَانَ أَبْيَضَ مَلِيحَ الْوَجْهِ.

আমি নবিজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি; যাঁরা তাঁকে দেখেছেন আমি ছাড়া এমন কেউ আর জীবিত নেই। অতঃপর বললেন, 'তিনি ছিলেন ফর্সা এবং লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী।'[১৩]

[১৪] আবু তুফাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তিনি ছিলেন ফর্সা এবং লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী।' যখন তিনি হাঁটতেন, মনে হতো উপর থেকে নিচে নামছেন।'[১৪]

[১৫] আবু জুহাইফা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْيَضَ قَدْ شَابَ، كَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ يُشْبِهُهُ.

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফর্সা দেখেছি, তাঁর কিছু চুল সাদা হয়ে পড়েছিল। আর হাসান ইবনু আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর প্রকৃতির ছিলেন।'[১৫]

সুরাকা ইবনু মালিক রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে অগ্রসর হলাম, তিনি তাঁর উটনীর উপরে ছিলেন। যখন আমি তাঁর নিকটবর্তী হলাম তখন তাঁর পায়ের নলার দিকে বারবার দৃষ্টি ফিরাচ্ছিলাম, (মনে হলো) যেন তা খেজুর গাছের মজ্জা।' (অধিক উজ্জ্বল ও শুভ্র হওয়ার সাদৃশ্য দেওয়া হয়েছে।)

---

[১৩] হাদিস: সহিহ। সহিহুল মুসলিম: ২৩৪০ (৯৮)।

[১৪] হাদিস: সহিহ। সহিহুল মুসলিম: ২৩৪০ (৯৮); সুনানুত তিরমিজি: ৩৬৩৭।

[১৫] হাদিস: সহিহ। সহিহুল মুসলিম: ২৩৪৩ (১০৭); সুনানুত তিরমিজি: ২৮২৬।

[১৬] আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَقُولُ : مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ كَأَنَّ الشَّمْسَ تَجْرِي فِي جَبْهَتِهِ، وَمَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَسْرَعَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَأَنَّمَا الْأَرْضُ تُطْوَى لَهُ، إِنَّا لَنُجْهِدُ أَنْفُسَنَا، وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُكْتَرِثٍ.

'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে সুন্দর কোনো কিছু দেখিনি, যেন সূর্য তাঁর চেহারায় দ্যুতি বিচ্ছুরণ করছে। আমি কাউকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দ্রুত চলতেও দেখিনি, যেন জমিন তার জন্য গুটিয়ে দেওয়া হতো। তাঁর সাথে পথ চলতে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়তাম আর তিনি অনায়াসে চলতেন।'[১৬]

[১৭] নাফে ইবনু জুবাইর রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা দিয়ে বললেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشْرَبًا وَجْهُهُ حُمْرَةً.

'তিনি ফর্সা ও লাবণ্যময় ছিলেন।'[১৭]

---

[১৬] হাদিস: হাসান। মুসনাদু আহমদ: ৮৬০৪।

[১৭] সনদ: হাসান লিগাইরিহি। মুসনাদু আহমদ: ১০৫৩।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার ও এর সৌন্দর্য

[১৮] মুহাম্মাদ ইবনু আলি রাহিমাহুল্লাহু তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَخْمَ الرَّأْسِ، عَظِيمَ الْعَيْنَيْنِ، هَدِبَ الْأَشْفَارِ مُشْرَبَ الْعَيْنَيْنِ بِحُمْرَةٍ، كَثَّ اللِّحْيَةِ، أَزْهَرَ اللَّوْنِ، شَثْنَ الْكَفَّيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صُعُدٍ وَإِذَا الْتَفَتَ الْتَفَتَ جَمِيعًا.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাথা কিছুটা বড়ো ছিল। তিনি ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট এবং লম্বা ভ্রুয়ের অধিকারী ছিলেন। চোখের রেখাগুলো লাল ছিল। ঘন দাড়িবিশিষ্ট ছিলেন। তাঁর গায়ের রং ছিল শুভ্র উজ্জ্বল। তাঁর দু হাত ও দু-পা মাংসল ছিল। যখন তিনি হাঁটতেন, মনে হতো উপরে আরোহণ করছেন। যদি কোনো দিকে দৃষ্টি ফেরাতেন তাহলে পুরো দেহ সেদিকে ফেরাতেন।'[১৮]

[১৯] ইবনুল হানাফিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দৈহিক গঠন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'তিনি বেঁটে ছিলেন না এবং অধিক লম্বাও ছিলেন। কিছুটা ঢেউখেলানো সুন্দর চুলের অধিকারী ছিলেন। লাবণ্যময় চেহারার অধিকারী ছিলেন। হাড়ের জোড়াগুলো মোটা ও মজবুত ছিল। পায়ের গোছা ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল। মাথা কিছুটা বড়ো ছিল। বুক হতে নাভি অবধি পশমের একটি সরু রেখা প্রলম্বিত ছিল। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি। চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন, মনে হতো তিনি উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন।'[১৯]

[২০] আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাকে ইয়ামান পাঠালেন। আমি একদিন জনসম্মুখে খুতবা দিচ্ছিলাম, সে সময় এক ইহুদি পণ্ডিত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার হাতে

---

[১৮] সনদ: হাসান। মুসনাদু আহমদ: ৭৯৬।
[১৯] সনদ: জইফ, হাদিস: হাসান।

থাকা একটি পুস্তক অধ্যয়ন করছিল। সে আমাকে দেখে বলল, 'আমাদের নিকট আবুল কাসিমের (নবিজি) দৈহিক গঠন বর্ণনা করুন।'

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, 'তিনি খাটো ছিলেন না, আবার অতিলম্বাও ছিলেন না। মাথার চুল কোঁকড়ানোও ছিল না, আবার একেবারে সোজাও ছিল না, কিছুটা ঢেউখেলানো কালো চুলের অধিকারী ছিলেন। তাঁর মাথা কিছুটা বড়ো ছিল। তিনি গৌরবর্ণের ছিলেন। গ্রন্থিসমূহ মোটা ও মজবুত ছিল। হাত পায়ের তালু ও আঙুলসমূহ মাংসল ছিল। বুক থেকে নাভি পর্যন্ত পশমের একটি চিকন রেখা প্রলম্বিত ছিল। ভ্রুদ্বয় লম্বা ও মিলানো ছিল।

মসৃণ ললাটের অধিকারী ছিলেন।

দুই কাঁধের মধ্যবর্তী অংশ প্রশস্ত ছিল।

চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন, মনে হতো তিনি উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। আমি তাঁর পূর্বে ও পরে তাঁর মতো কাউকে দেখিনি।'

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, এতটুকু বলে আমি চুপ হয়ে গেলাম। ইহুদি পণ্ডিত আমাকে বলল, কী ব্যাপার! চুপ হয়ে গেলেন? আমি বললাম, এতটুকু আমার ভালোভাবে মনে পড়ছে। ইহুদি পণ্ডিত বলল, 'তাঁর চোখের রেখাগুলো লাল ছিল, সুন্দর দাড়ির অধিকারী ছিলেন। সুন্দর মুখমণ্ডল এবং যথাযথ শ্রবণেন্দ্রিয়ের অধিকারী ছিলেন। সামনে-পেছনে দৃষ্টি ফেরানোর সময় পূর্ণ দেহ ঘোরাতেন।' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আল্লাহর কসম! এগুলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। ইহুদি পণ্ডিত বলল, আরও আছে। আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, সেগুলো কী? সে বলল, 'তাঁর 'যানা' ছিল।' আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, আমি সেটা আপনাকে বলেছি, তিনি চলার সময় সামনের দিকে কিছুটা ঝুঁকে চলতেন, মনে হতো তিনি উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন।

পণ্ডিত বলল, 'আমি এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমার পূর্বপুরুষদের পবিত্র কিতাবে পেয়েছি। আমরা তাঁর ব্যাপারে আরও জেনেছি—তাঁকে আল্লাহর হারাম তাঁর ঘর বাইতুল্লাহ অর্থাৎ মক্কায় পাঠানো হবে। তারপর তিনি এমন ভূমিতে হিজরত করবেন যেটাকে তিনি পবিত্র ঘোষণা করবেন। অতঃপর সেটা বাইতুল্লাহর মতোই পবিত্র বলে গণ্য হবে। তিনি যাদের কাছে হিজরত করবেন তারা হবে উমার ইবনু আমেরের বংশধর এবং খেজুর গাছের অধিবাসী। আর তারা হবে এমন জমিনের অধিবাসী যেখানে ইতোপূর্বে ইহুদিরা ছিল।'

আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, বিষয়টা এমনই, তিনিই আল্লাহর রাসুল। ইহুদি পণ্ডিত বলল, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর নবি এবং তাঁকে বিশ্ববাসীর জন্য পাঠানো হয়েছে। আমি এ বিশ্বাস নিয়েই বাঁচব, মরব এবং হাশরের মাঠে উঠব ইনশাআল্লাহ।'

রাবি বলেন, সে আলি রাদিয়াল্লাহু আনহুর কাছে আসত। তিনি তাকে কুরআন শেখাতেন এবং ইসলামের বিধিবিধান সম্পর্কে অবগত করতেন। তারপর আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু সেখান থেকে চলে যান আর সেই লোকটা সেখানেই থেকে যায়। অবশেষে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস রেখেই আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাসনামলে মৃত্যুবরণ করে।[২০]

[২১] ইবরাহিম ইবনু মুহাম্মাদ রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিফাত বর্ণনা করে বলেছেন,

وَكَانَ فِي الْوَجْهِ تَدْوِيرٌ أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجُ الْعَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الْأَشْفَارِ.

'তাঁর চেহারা কিছুটা গোলাকার ও ফর্সা ছিল। তিনি লম্বা ভ্রুবিশিষ্ট ডাগর এবং কালো চোখের (চোখের পুতলি) অধিকারী ছিলেন।'[২১]

[২২] জাবির ইবনু সামুরা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكَلَ الْعَيْنِ، مَنْهُوسَ الْعَقِبَيْنِ. ضَلِيعَ الْفَمِ.

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চোখের রেখাগুলো লাল ছিল। সুষম গোড়ালিবিশিষ্ট ছিলেন এবং প্রশস্ত চেহারার অধিকারী ছিলেন।'[২২]

[২৩] সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রাহিমাহুল্লাহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা দিয়ে বললেন, 'প্রশস্ত ললাটের অধিকারী ছিলেন। লম্বা ভ্রুবিশিষ্ট ছিলেন।'[২৩]

---

[২০] হাদিস: জইফ। আত-তবাকাত, ইবনু সাদ: ২/১৭৪।

[২১] সনদ: জইফ। সুনানুত তিরমিজি: ৩৬৩৮।

[২২] হাদিস: সহিহ। সহিহুল মুসলিম: ২৩৩৯; সুনানুত তিরমিজি: ৩৬৪৬।

[২৩] আদ-দালাইল: ১/২১৪